দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

বিগত ৮/৭/৯৯-এ বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের শর্ত নিরূপণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালক, বেনবেইসকে এক চিঠি দেয়া হয়েছে। উক্ত চিঠিতে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নিয়োগকৃত শিক্ষকগণের মধ্য থেকে পদায়নের মাধ্যমে সমন্বয় করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া পদায়নকৃত শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং একাধিক ৩য় বিভাগ চলবে না মর্মে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সুবিবেচনার জন্য জানাচ্ছি যে, ষাটের দশকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন এমন অনেক শিক্ষক বর্তমানে কর্মরত আছেন যাদের একাধিক ৩য় বিভাগ রয়েছে। তাছাড়া '৭৫ থেকে '৮০ সালের মধ্যে যারা স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন তাদের ৩য় বিভাগ পাওয়াই কষ্টকর ছিল। (ঐ সময়ের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রির ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল) অতঃপর '৮০ দশক থেকে অবাধ নকল প্রবণতা ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দেশ থেকে ৩য় বিভাগ উঠে গিয়েছে। লেটার ও স্টার মার্কসসহ ১ম বিভাগের ছড়াছড়ি।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামে-গঞ্জে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ২০/২৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একাধিক ৩য় বিভাগধারী শিক্ষক রয়েছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ শিক্ষকের ছাত্র ৩য় বিভাগবিহীন ৫ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একই বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। প্রায় বিদ্যালয়েই দেখা যায় যে, প্রবীণ শিক্ষকগণের পরামর্শ ও নেতৃত্বের দ্বারাই বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই স্টার/লেটার প্রাপ্ত অনভিজ্ঞ শিক্ষককে হরহামেশায়ই কোন জটিল বিষয় নিয়ে প্রবীণ শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। এ অবস্থায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একাধিক ৩য় বিভাগবিহীন কোন ছাত্র যখন তারই শিক্ষককে ডিঙ্গিয়ে পদায়নের সুবিধা পাবেন তখন শুধুমাত্র একাধিক ৩য় বিভাগ থাকায় লজ্জা ও হতাশার মধ্যে প্রবীণ শিক্ষকের শিক্ষকতায় আর মনোযোগ থাকবে না। ব্যাপারটি শুধু অবিবেচনা প্রসূতই নয় অমানবিকও বটে। বিদ্যালয় কোন অফিসের কোণে একটি টেবিল নয়, যেখানে বসে ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে নতুন নতুন আইন জারি করা যায়। বিদ্যালয়ের রয়েছে শিক্ষক/কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। শুধুমাত্র অধিকতর ভাল সার্টিফিকেট দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নয়। প্রধান শিক্ষককে হতে হয় সদালাপী, সুষ্ঠু সমন্বয়কারী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী।

তাই সার্বিক বিবেচনায় পূর্বের নিয়মানুযায়ী ১৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে একাধিক ৩য় বিভাগধারীকেও পদায়নের সুবিধা দিয়ে পরিচালনা কমিটিকে সঠিক লোকটি বাছাই করার সুযোগ দিলে বিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। অন্যথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় প্রশাসন ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা অধিক। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে আশা করছি।

মোঃ হাসিম উদ্দিন
পিতা- মৃত মোঃ জনাব আলী
গ্রাম-দত্তপাড়া (পাবলিক হল সংলগ্ন)
পোঃ ঈশ্বরগঞ্জ,
থানা- ঈশ্বরগঞ্জ,
জেলা ময়মনসিংহ